ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮

The Code of Criminal Procedure 1898

১৮৯৮ সনের ১লা জুলাই হইতে কার্যকর। ধারা ৫৬৫ পর্যন্ত।

ধারা ৪(১)(ক) : এডভোকেট।

ধারা ৪(১)(কক) : এটর্নী জেনারেল।

ধারা ৪(১)(খ) : জামিনযোগ্য অপরাধ।

ধারা ৪(১)(গ) : অভিযোগ।

ধারা ৪(১)(চ) : আমলযোগ্য অপরাধ।

ধারা ৪(১)(জ) : নালিশ।

ধারা ৪(১)(ট): অনুসন্ধান।

ধারা ৪(১)(ঠ) : তদন্ত।

ধারা ৪(১)(ড) ও বিচারিক কার্যক্রম।

ধারা ৪(১) (ঢ) : আমলের-অযোগ্য অপরাধ।

ধারা-৪(১)(ণ) : অপরাধ।

ধারা ৪(১)(ত) : থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

ধারা ৪(১)(ধ) : থানা।

ধারা ৪(১)(ম) : পাবলিক প্রসিকিউটর। (৪৯২ অনুসারে)

ধারা ৬ : ফৌজদারী আদালতের শ্রেণীবিভাগ।

ধারা ৭ : দায়রা বিভাগ।

ধারা ৯ : দায়রা আদালত।

ধারা ১০ : নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

ধারা ১১ : বিচার ম্যাজিস্ট্রেট।

ধারা ১২ : বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট।

ধারা ২৮ : দণ্ডবিধি অধীন অপরাধ।

ধারা ২৯ : অন্যান্য আইনের অধীন অপরাধ।

ধারা ২৯(গ) : ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিশেষ ক্ষমতা।

ধারা ৩১ : হাইকোর্ট বিভাগ ও দায়রা আদালত যে দণ্ড দিতে পারেন।

ধারা ৩২ : ম্যাজিস্ট্রেটগণ যেই দণ্ড দিতে পারেন।

ধারা ৩৩ (ক) : কতিপয় ম্যাজিস্ট্রেটগণের উচ্চতর ক্ষমতা।

- সাধারনভাবে গ্রেফতার :

ধারা ৪৬ : গ্রেফতারের পদ্ধতি।

ধারা ৫০ : গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির উপর প্রয়োজন অতিরিক্ত বাধা প্রদান না করা।

ধারা ৫১ : গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির দেহ তল্লাশি।

ধারা ৫২ : মহিলার দেহ তল্লাশির পদ্ধতি।

ধারা ৫৩ : অপরাধজনক অস্ত্র আটক।

ধারা ৫৪ : যখন পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারে

ধারা ৫৯ : বে-সরকারী ব্যক্তি কর্তৃক গ্রেফতার।

ধারা ৬০ : উক্তরূপ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট বা থানায় উপস্থাপন

ধারা ৬১ : গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার বেশী আটক রাখা যাইবে না

ধারা ৬২ : গ্রেফতার সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্ট।

ধারা ৬৩ : গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অব্যাহতি।

ধারা ৬৪ : ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অপরাধ সংঘটন।

ধারা ৭৫ : গ্রেফতারীপরোয়ানা।

ধারা ৮১ : গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করা।

ধারা ৮২ : গ্রেফতারী পরোয়ানা কার্যকরকরণ।

ধারা ৮৩ : অধিক্ষেত্রের বাহিরে পরোয়ানা কার্যকর।

- হুলিয়া ও ক্রোক :

ধারা ৮৭ : পলাতক ব্যক্তির হুলিয়া।

ধারা ৮৮ : পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক।

- তল্লাশি :

ধারা ৯৬ : তল্লাশি পরোয়ানা জারী।

ধারা ৯৮ : চোরাই মাল বা জাল দলিল উদ্ধারের জন্য বাড়ী তল্লাশি।

ধারা ১০০ : বে-আইনীভাবে আটক ব্যক্তি উদ্ধারের জন্য তল্লাশি।

ধারা১০৩ : সাক্ষীর উপস্থিতিতে তল্লাশি করিতে হইবে।

- শান্তিরক্ষার জন্য মুচলেকা :

ধারা ১০৬ : দণ্ডিত হইবার পর শান্তিরক্ষার জন্য মুচলেকা।

ধারা ১০৭ : শান্তিরক্ষা ও সদাচরণের জন্য মুচলেকা। (এক বছরের জন্য)

ধারা ১০৮ : রাষ্ট্রদ্রোহী বিষয়ে প্ররোচনাকারী সদাচরনের মুচলেকা।

ধারা ১০৯ : ভবঘুরে এবং সন্দেহজনক ব্যক্তিদের সঙ্গত আচরণের জন্য মুচলেকা।

ধারা ১১০ : অভ্যাসগত অপরাধীর নিকট হইতে সদাচরণের জন্য মুচলেকা গ্রহণ।

ধারা ১১৪ : আদালতে অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমন বা ওয়ারেন্ট।

ধারা ১৪৪ : জরুরী ক্ষেত্রে অস্থায়ী আদেশ।

- স্থাবর সম্পত্তির দখল সংক্রান্ত বিরোধ :

ধারা ১৪৫ : স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি।

ধারা ১৪৬ : বিরোধীয় সম্পত্তি ক্রোক করার ক্ষমতা।

ধারা ১৪৭ : স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহার সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি।

ধারা ১৪৮ : স্থানীয় অনুসন্ধান।

- পুলিশ তদন্ত :

ধারা ১৫৪ : আমলযোগ্য মামলার সংবাদ, বা এজাহার।

ধারা ১৫৫ : আমলের অযোগ্য মামলার সংবাদ ও তদন্ত।

ধারা ১৫৬ : আমলযোগ্য মামলার তদন্ত ।

ধারা ১৫৭ : আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহ হইলে ।

ধারা ১৫৮ : ১৫৭ ধারা রিপোর্ট দাখিলের পদ্ধতি ।

ধারা ১৬০ : পুলিশ অফিসার কর্তৃক থানায় সাক্ষী তলব ।

ধারা ১৬১ : পুলিশ কর্তৃক জবানবন্দী লিপিবদ্ধকরন।

ধারা ১৬২ : পুলিশের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে সাক্ষীর স্বাক্ষর অপ্রয়োজনীয়।

ধারা ১৬৩ : জবানবন্দী প্রদানের জন্য হুমকি, প্রলোভনের প্রস্তাব দেয়া যাইবে না ।

ধারা ১৬৪ : ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জবানবন্দী লিপিবদ্ধকরন।

ধারা ১৬৫ : পুলিশ অফিসার কর্তৃক তল্লাশি।

ধারা ১৬৬ : তল্লাশি পরোয়ানা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবরে ইস্যু।

ধারা ১৬৭ : পুলিশ রিমান্ড ।

ধারা ১৬৮ : অধস্তন পুলিশ অফিসার কর্তৃক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তদন্তের রিপোর্ট প্রদান।

ধারা ১৬৯ : অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যের জন্য আসামীর মুক্তি প্রদান।

ধারা ১৭০ : সাক্ষ্য পর্যাপ্ত হইলে মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরন।

ধারা ১৭১ : অভিযোগকারী বা সাক্ষীকে পুলিশের সহিত যাইতে বলা যাইবে না।

ধারা ১৭২ : তদন্ত ও ডায়েরী।

ধারা ১৭৩ : পুলিশ রিপোর্ট।

ধারা ১৭৪ (১) : পুলিশ অফিসার কর্তৃক সুরতহাল রিপোর্ট (মৃত্যু/আত্মহত্যা)।

ধারা১৭৪ (৩) : ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণ।

ধারা ১৭৫ : ১৭৪ ধারার সাক্ষী তলব।

ধারা ১৭৬(১) : পুলিশ হেফাজতে মারা গেলে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সুরতহাল রিপোর্ট।

ধারা ১৭৬(২) : ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কবর হইতে লাশ উত্তোলন।

ধারা ১৭৭ : অনুসন্ধান ও বিচারের সাধারণ স্থান।

ধারা ১৭৮ : বিভিন্ন দায়রা বিভাগে মামলার বিচার।

ধারা ১৭৯ : অপরাধ সংঘটনের স্থান বা পরিণাম ঘটিবার স্থানে বিচার হইবে।

ধারা ১৮০ : কৃত কাজ যে ক্ষেত্রে অন্য কোন অপরাধের কারণে অপরাধ।

ধারা ১৮১ : ঠগ অথবা ডাকাতের দলভুক্ত হওয়া, হেফাজত হইতে পলায়ন করা ইত্যাদি।

ধারা ১৮২ : অপরাধের স্থান যেখানে অনিশ্চিত সেই ক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা বিচারের স্থান।

ধারা ১৮৩ : ভ্রমণকালে সংঘটিত অপরাধ।

ধারা ১৮৪ : সন্দেহের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

ধারা ১৮৫ : স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাহিরে সংঘটিত অপরাধের জন্য সমন বা পরোয়ানা জারি।

ধারা ১৮৬ : অধীন ম্যাজিস্ট্রেট পরোয়ানা ইস্যু করিলে।

ধারা ১৮৮ : বাংলাদেশের বাহিরে সংঘটিত অপরাধ।

ধারা ১৯০ : ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণ।

ধারা ১৯৩ : দায়রা আদালত কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণ।

ধারা ১৯৫ : আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে কতিপয় মামলা

- মজিস্ট্রেটের নিকট নালিশ :

ধারা ২০০ : ফরিয়াদীর জবানবন্দী গ্রহণ।

ধারা ২০১ : নালিশ ফেরৎ, বা উপযুক্ত আদালতে যাওয়ার নির্দেশ

ধারা ২০২ : পরোয়ানা বা ওয়ারেন্ট ইস্যু স্থগিত রাখার নির্দেশ।

ধারা ২০৩ : নালিশ খারিজকরণ।

ধারা ২০৪ : পরোয়ানা/ওয়ারেন্ট প্রেরণ/প্রদানের নির্দেশ।

ধারা ২০৫ : ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে রেহাই।।

ধারা ২০৫ (গ) : বিচারের জন্য দায়রা আদালতে মামলা প্রেরণ।

ধারা ২০৫ (গগ) : বিচারের জন্য সিএমএম/সিজেএম আদালতে মামলা প্রেরণ

ধারা ২০৫ (ঘ) : কার্যক্রম স্থগিত।

- অভিযোগ :

ধারা ২২১ : অভিযোগে অপরাধের বিবরন থাকিবে,

ধারা ২২২ : অভিযোগে সময়, স্থান ও ব্যক্তি সম্পর্কে বিবরন থাকিবে,

ধারা ২২৩ : অভিযোগে অপরাধ সংঘটনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিবরন থাকিবে

ধারা ২২৪ : যেই আইনের অধীনে অপরাধ দণ্ডনীয় তাহার বর্ণনা থাকিবে।

ধারা ২২৭ : রায় প্রকাশের পূর্বে যেই কোন সময় অভিযোগ পরিবর্তন।

ধারা ২৩১ : অভিযোগ পরিবর্তিত হইলে সাক্ষীকে পুনরায় তলব করা যাইবে ।

ধারা ২৩৩ : পৃথক অপরাধের জন্য পৃথক অভিযোগ হইবে।

ধারা ২৩৪ : একই ধরনের তিনটি অপরাধ ১ বছরের মধ্যে সংঘটিত হইলে,

ধারা ২৩৫ : একাধিক অপরাধের বিচার।

ধারা ২৩৬ : কি অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে অনিশ্চিত হইলে ।

ধারা ২৩৭ : এক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অন্য অপরাধে দণ্ডিত করা যাইবে।

ধারা ২৩৯ : যেই ব্যক্তিদের একত্রে অভিযুক্ত করা যাইবে।

ধার ২৪০ : একাধিক অপরাধের একটিতে দণ্ডিত হইলে অবশিষ্টগুলি প্রত্যাহার ।

- ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক বিচার পদ্ধতি:

ধারা ২৪১ (ক) : প্রাথমিক শুনানীর পর আসামীকে অব্যাহতি।

ধারা ২৪২ : চার্জ বা অভিযোগ গঠন ।।

ধারা ২৪৩ : চার্জ বা অভিযোগ স্বীকারের ভিত্তিতে দণ্ড।

ধারা ২৪৪ : অভিযোগ অস্বীকার করিলে সাক্ষ্যগ্রহণ।।

ধারা ২৪৫ : সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আইন অনুসারে দণ্ড বা খালাস।

ধারা ২৪৭ : ফরিয়াদী উপস্থিত না হইলে আসামীকে খালাস দিতে পারেন।

ধারা ২৪৮ : নালিশ প্রত্যাহারে খালাসের আদেশ।

য় ফরিয়াদী না থাকিলে কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারে

ধারা ২৪৯ : নালিশী মামলায় ফরিয়াদী না থাকিলে কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারেন এবং আসামীকে খালাস দিতে পারেন।

ধারা ২৫০ : মিথ্যা মামলায় সংবাদাতাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিতে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিতে পারেন ।

ধারা ২৬০ : সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি।

- দায়রা আদালতে বিচার পদ্ধতি :

ধারা ২৬৫ ক : পাবলিক প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করিবেন।

ধারা ২৬৫ গ : প্রাথমিক শুনানীর পর আসামীকে অব্যাহতি,

ধারা ২৬৫ ঘ : চার্জ বা অভিযোগ গঠন,

ধারা ২৬৫ ঙ : আসামী চার্জ বা অভিযোগ স্বীকারের ভিত্তিতে দণ্ড,

ধারা ২৬৫ ছ : বাদীপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ,

ধারা ২৬৫ জ : খালাস,

ধারা ২৬৫ ঞ : যুক্তিতর্ক,

ধারা ২৬৫ ট : দণ্ড বা খালাস।

ধারা ৩৩৭ : দুষ্কর্মের সহযোগীকে ক্ষমা প্রদর্শন।

ধারা ৩৩৯ খ : আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার।

ধারা ৩৩৯ গ : মামলা নিষ্পত্তির সময় ।

ধারা ৩৪০ : আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থন ও সাক্ষী হইবার যোগ্যতা।

ধারা ৩৪২ : আসামীর পরীক্ষা বা জবানবন্দী গ্রহন।

ধারা ৩৪৪ : কার্যক্রম স্থগিত (সময়ের আবেদন)।

ধারা ৩৪৫ : অপরাধের আপোষ নিষ্পত্তি।

ধারা ৩৫২ : আদালত উন্মুক্ত থাকিবে।

ধারা ৩৫৩ : আসামীর উপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

ধারা ৩৫৪ : ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার পদ্ধতি।

ধারা ৩৫৭ : সাক্ষীর সাক্ষ্য মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ হইবে।

ধারা ৩৬০ : সাক্ষীর সাক্ষ্য সমাপ্ত হইলে আসামী বা তাহার কৌসুলীর উপস্থিতিতে পড়িয়া শোনাইতে হইবে।

ধারা ৩৬১ : আসামী বা তাহার কৌসুলীর নিকট সাক্ষ্যের ব্যাখ্যা বুঝাইতে হইবে।

ধারা ৩৬৩: সাক্ষীর জবানবন্দীর সময় গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলে তাহার আচরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

ধারা ৩৬৪ : আসামীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবার পদ্ধতি।

ধারা ৩৬৬ : রায় ঘোষণা।

ধারা ৩৬৭ : রায়ের ভাষাএবং বিষয়বস্তু।

ধারা ৩৬৮ : মৃত্যুদণ্ডাদেশ।

ধারা ৩৬৯ : রায় পরিবর্তন না করা।

ধারা ৩৬৬ : দায়রা আদালতের রায় প্রেরণ।

ধারা ৩৭৪ : দায়রা আদালতের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হাইকোর্টে পেশ।

ধারা ৩৭৬ : হাইকোর্ট কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদন।

ধারা ৩৮১ : মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরকরন।

ধারা ৩৮২ : গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত।

ধারা ২৯৯ : তরুণ অপরাধীকে সংশোধনাগারে আটক রাখা ।

ধারা ৪০১ : সরকার কর্তৃক দণ্ড স্থগিত বা মওকুফ ।

ধারা ৪০২ : সরকার কর্তৃক দণ্ড পরিবর্তন।

ধারা ৪০২ ক : রাষ্ট্রপতি মৃত্যুদণ্ড মওকুফ।

ধারা ৪০৩ : একবার খালাস বা দণ্ডিত করিলে পূনরায় বিচার করা যাইবে না

- আপীল :

ধারা ৪০৪ : বিধান না থাকিলে আপীল চলিবে না ।

ধারা ৪০৫ : ক্রোককৃত সম্পত্তির আপীল।

ধারা ৪০৬ : শান্তি রক্ষা বা সদাচরনের মুচলেকার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

ধারা ৪০৭ : দ্বিতীয় বা তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে আপীল

ধারা ৪০৮ : যুগ্ম দায়রা ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে আপীল

ধারা ৪০৯ : দায়রা আদালতে আপীল শুনানী,

ধারা ৪১০ : দায়রা আদালত প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল।

ধারা ৪১২ : আসামী দোষ-স্বীকার করিলে প্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না

ধারা ৪১৩ : মূল শাস্তিস্বরূপ কারাদণ্ড না দিয়া জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না,

ধারা ৪১৪ : মামলায় সংক্ষিপ্ত বিচারে ২০০ টাকা জরিমানা করিলে আপীল চলিবে না,

ধারা ৪১৭ খালাশের বিরুদ্ধে আপীল,

ধারা ৪১৭ক : অপর্যাপ্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল,

ধারা ৪১৮ : যেই সকল বিষয়ে আপীল গ্রহণযোগ্য

ধারা ৪১৯ : আপীলের আবেদন লিখিত হইবে

ধারা ৪২০ : কারাগারে থাকাকালীন আপীলের পদ্ধতি,

ধারা ৪২১ : আপীল সংক্ষিপ্তভাবে খারিজ,

ধারা ৪২২ : আপীলের নোটিশ

ধারা ৪২৩ : আপীল নিষ্পত্তিতে আপীল আদালতের ক্ষমতা

ধারা ৪২৫ : আপীলে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ নিম্ন আদালতে প্রেরণ

ধারা ৪২৬ : আপীল আদালতে জামিন।

ধারা ৪২৭ : আপীলে দণ্ড স্থগিত রাখিয়া আপীলকারীকে জামিনে মুক্তি দান,

ধারা ৪২৮ : আপীল আদালতের অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ,

ধারা ৪৩০ : আপীল আদালতের প্রদত্ত রায় বা আদেশ চুড়ান্ত

ধারা ৪৩১ : আপীলকারী বা আসামী মারা গেলে আপীল পন্ড

- রিভিশন :

ধারা ৩৩৫ : নিম্ন আদালতের নথি তলবের ক্ষমতা

ধারা ৪৩৬ : অনুসন্ধানের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

ধারা ৪৩৮ : হাইকোর্ট বিভাগে রিপোর্ট প্রদান,

ধারা ৪৩৯ : হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশন ক্ষমতা

ধারা ৪৩৯ ক : দায়রা জজের রিভিশন ক্ষমতা।

ধারা ৪৪০ : পক্ষগণের বক্তব্য শ্রবণ আদালতের ইচ্ছাধীন।

ধারা ৪৭৬ : ১৯৫ ধারার কার্যক্রম।

ধারা ৪৮৮ : ভরণ পোষণ। (বাতিল) ।

ধারা ৪৯১ : হেবিয়াস কর্পাস।

ধারা ৪৯২ : পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ

ধারা ৪৯৩ : ব্যক্তিগত কৌসুলী পাবলিক প্রসিকিউটরের নিয়ন্ত্রণাধীন

ধারা ৪৯৪ : পাবলিক প্রসিকিউটর কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার

ধারা ৪৯৫ : সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনার অনুমতি। (ব্যক্তিগত কৌসুলী নিয়োগ)

- জামিন :

ধারা ৪৯৬ : যে সকল ক্ষেত্রে জামিনযোগ্য অপরাধে জামিন পাওয়ার অধিকারী।

ধারা ৪৯৭ : জামিনের অযোগ্য অপরাধে আসামীর জামিন মঞ্জুর। ।

ধারা ৪৯৮ : জামিন সংক্রান্তে দায়রা আদালত এবং হাইকোর্ট-এর ক্ষমতা

ধারা ৪৯৯ : আসামী ও জামিনদারের মুচলেকা

ধারা ৫০০ : জেল হেফাজত হইতে মুক্তিদান।

ধারা ৫০২ : জামিনদারের অব্যাহতি।

ধার ৫০৯ : চিকিৎসক সাক্ষীর জবানবন্দী ও তলব ।

ধার ৫০৯ক : ময়না তদন্তের রিপোর্ট।

ধারা ৫১০ : রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক ইত্যাদির প্রতিবেদন।

ধারা ৫১০ক : হলফনামার মাধ্যমে রীতিসিদ্ধ সাক্ষ্য।

ধারা ৫১১ : পূর্ববর্তী দণ্ড বা খালাশের প্রদান।

ধারা ৫১২ : আসামীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরন।

মামলা স্থানান্তর :

ধারা ৫২৫ক : মামলা স্থানান্তরের জন্য আপীল বিভাগে আবেদন,

ধারা ৫২৬ : মামলা স্থানান্তরের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন,

ধারা ৫২৬খ : দায়রা আদালতের মামলা স্থানান্তরের ক্ষমতা,

ধারা ৫২৮(১) : যুগ্ম দায়রা হইতে দায়রা আদালতের মামলা স্থানান্তরের ক্ষমতা,

ধারা ৫২৮(২) : ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহের মামলা স্থানান্তরের ক্ষমতা।

ধারা ৫৩৯ : যেই সকল আদালত বা ব্যক্তির সামনে এফিডেভিট করা যায়।

ধারা ৫৪০ : সাক্ষী পুনরায় তলব (Recall)

ধারা ৫৬১ক : হাইকোর্ট বিভাগের সহজাত ক্ষমতা।

【 The end 】